



154278 - সাহাবায়ে করোম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায একাকী আদায় করলেন কেনে?

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায আদায়কালে ইমাম ছিল না কেনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

বভিনি রওয়ায়তে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সাহাবায়ে করোম (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায একাকী আদায় করছিলেন; জামাতের সাথে আদায় করেননি।

আবু আসবি কথিবা আবু আসমি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে: “তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামাযে হাযিরি হয়েছেন। সাহাবায়ে করোম বলল: আমরা কভিবে উনার জানাযা নামায আদায় করব? তিনি বললেন: আপনারা দলে দলে প্রবশে করুন। তিনি বললেন: তারা এই দরজা দিয়ে প্রবশে করে তাঁর জানাযার নামায আদায় করে ঐ দরজা দিয়ে বের হতেন।” [মুসনাদে আহমাদ (৩৪/৩৬৫), রসিলা প্রকাশনী]

মুসনাদে আহমাদের এই সংস্করণ এর সম্পাদকগণ বলছেন: “হাদিসটির সনদ সহিহ। এর বর্ণনাকারীগণ সকলে শাইখদ্বয় (বুখারী-মুসলিম) এর রাবীগণ; শুধু হাম্মাদ বনি সালামা ছাড়া, তিনি মুসলিমের বর্ণনাকারী এবং সাহাবী ছাড়া। এই সাহাবীর কোন হাদিস ‘সহিহ সতিহা’-তে নাই। জানাযার নামাযের ঘটনার সাক্ষ্য ইবনে মাজাহ কর্তৃক সংকলিত (১৬২৮) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিসে রয়েছে, বাইহাকী কর্তৃক ‘আল-দালায়লি’ (৭/২৫০) এ সংকলিত সাহল বনি সাদ-এর হাদিসে রয়েছে। তবে, এ দুটো হাদিস-ই দুর্বল।” [সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলেন: “তাঁর উপর - অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর- একাকী নামায পড়ার বিষয়টি সিরাত লখেকগণ ও একদল রওয়ায়তে সংকলকদের সর্বসম্মত অভিমত; এ ব্যাপারে তারা মতভেদে করেননি।” [তামহদি (২৪/৩৯৭) থেকে সমাপ্ত]



যে ব্যক্তি এ বিষয়ে বর্ণনা আছারগুলো (বর্ণনাগুলো) পড়তে চান তিনি দেখতে পারেন: আব্দুর রাজ্জাক আল-সানআনি কর্তৃক সংকলিত ‘আল-মুসান্নাফ’ (৩/৪৭৩), ‘পরচ্ছিদে: কভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায পড়া হয়েছে’, ইবনে আবু শাইবা কর্তৃক সংকলিত ‘আল-মুসান্নাফ’ (১৪/৫৫২), ‘পরচ্ছিদে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে যা বর্ণনা হয়েছে’, ইবনে মুলাক্কনি-এর ‘আল-বদরুল মুনির’ (৫/২৭৪-২৭৯), ইবনে হাজার-এর ‘আত-তালখসিল হাবরি’ (২/২৯০-২৯১) এবং সুয়ুত-রি ‘আল-খাসায়সে আল-কুবরা’ (২/৪১২-৪১৩)]

দুই:

আলমেগণ সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায একাকী আদায় করার বশে কিছু কারণ উল্লেখ করছেন:

প্রথম কারণ: কোন কোন আলমে বলছেন: এর কারণ হচ্ছে- সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসয়িত ছিল আলাদা আলাদাভাবে তার জানাযার নামায আদায় করার। কিন্তু সহহি সনদে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়নি। বরং কিছু দুর্বল হাদিসে বর্ণনা হয়েছে।

সুহাইলি (রহঃ) বলেন:

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। এ আমল কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি দলিল ছাড়া হতে পারে না। এছাড়া বর্ণনা আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে ওসয়িত করে গেলেন। তাবারী সনদসহ তা বর্ণনা করছেন। এর তাত্ত্বিক কারণ হল: আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর সালাত পড়া এই বাণীর মাধ্যমে ফরয করে দিয়েছেন: (56/الأحزاب، صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (তোমরাও তাঁর উপর সালাত এবং যথাযথভাবে সালাম পশে কর।)[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬] এই আয়াতে যে ‘সালাত’ পড়ার কথা বলা হচ্ছে সে সালাত (দরুদ) পড়ার হুকুম হচ্ছে- ইমাম ব্যতীত। তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তাঁর উপরে সালাত (জানাযার নামায) পড়াও এই আয়াতের ভাষ্যে অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে কারীমাটি এই সালাত (জানাযা-নামায) ও সার্বক্ষণিক তাঁর উপরে সালাত (দরুদ) উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।[সংক্ষেপে ও সমাপ্তে][আর-রওয়াল উনুফ (৭/৫৯৪-৫৯৫)]

দ্বিতীয় কারণ: এই মর্যাদা অর্জন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামাযের ইমামতি- এর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতা। যার কারণ হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের তীব্র ভালবাসা। এ ভালবাসার সাথে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের সর্বশেষে নিকটবর্তী অবস্থানকে ক্ষেত্রে অন্যকে অগ্রাধিকার দাওয়া বা সুযোগ দাওয়া সাজে না; বরং প্রতিযোগিতা করা এবং ঢলোঢলে করাই সাজে। বিশেষতঃ যহেতে খলিফা বা ইমামের বিষয়টি তখন পর্যন্ত স্থতিশীল হয়নি এবং কোন ব্যক্তি মুসলিমি উম্মাহর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তাকে তখনও চনো যায়নি যে, তিনি এগিয়ে গিয়ে ইমামতের দায়িত্ব নবিনে। তাই



তারা মুসলমানদের ঐক্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একজন ব্যক্তির উপর তাদের সকলের সিদ্ধান্ত এক হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন; যাতনে করে তিনিই অনুসৃত ইমাম হতে পারেন। কারণ খলিফাই তাকে নামাযের ইমামত জন্ম এগিয়ে যতেনে।

ইমাম শাফয়ী (রহঃ) বলেন: “সাহাবায়েরে করোম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জানাযার নামায একাকী আদায় করছিলেন কটে ইমামত করনে সটে রাসূলেরে মহান মর্যাদার কারণে এবং একক ব্যক্তিতে রাসূলেরে জানাযা নামাযেরে ইমাম না হয় তাদেরে পারস্পারিক এই প্রত্যাগতির কারণে।”[সমাপ্ত][আল-উম্ম (১/৩১৪)]

ইমাম রামলী (রহঃ) ইমাম শাফয়ী (রহঃ) এর উক্তিটি উদ্ধৃত করার পর বলেন:

“কনেনা তখনও উম্মাহর নেতৃত্ব দেয়ার জন্ম কোন ইমাম নির্ধারণিত হয়নি। যদি কটে নামাযেরে ইমামতের জন্ম এগিয়ে যান তাহলে সবক্ষেত্রে তিনিই হবেন অগ্রণী এবং খলিফতেরে জন্ম নির্দিষ্ট ব্যক্তি।”[সমাপ্ত][নহিয়াতুল মুহতাজ (২/৪৮২)]

তৃতীয় কারণ: সাহাবায়েরে করোমেরে মাঝে কারণে মুক্তাদা না হয়ে একাকী ও বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায আদায় করার মাধ্যমে বরকত লাভেরে প্রত্যাগতি। সওয়াব ও বরকত লাভেরে জন্ম তাদেরে কটে তার মাঝে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে মাঝে অন্য কটে মাধ্যম হোক এটা গ্রহণ করনেনি।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

“তাদেরে প্রত্যেকে তাঁর বরকত অন্য কারণে অনুবর্তী না হয়ে বিশেষভাবে নতি চয়েছেন।”[সমাপ্ত][আল-জামে লিআহকামলি কুরআন (৪/২২৫)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“সাহাবায়েরে করোম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জানাযার নামায প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে পড়ছেন। কারণ তারা কটে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে মাঝে ইমাম গ্রহণ করা পছন্দ করনেনি। তাই তারা একা একা এসে নামায আদায় করছেন। প্রথমে পুরুষেরে, তারপর নারীরে।[সমাপ্ত][আমাদেরে ওয়েব সাইটেরে 152888 নং ফতোয়ায় উদ্ধৃত]

চতুর্থ কারণ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে প্রতি সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর সামনে অগ্রসর হয়ে সবার নামাযেরে ইমামত করতে ভয় করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন মানুষেরে ইমাম, নেতা ও পথ-প্রদর্শক। সে কারণে তাঁর মৃত্যুর পরে কটে তাঁর স্থানে দাঁড়াতে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে, সে সাহস করনেনি। এ কারণটি – যমেনটি আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন- পূর্ববক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণেরে সাথে সাংঘর্ষিক; যে কারণদ্বয় আলমেগণ উল্লেখ করছেন।

হাম্বলী মাযহাবেরে আলমে ‘বুহুত’ (রহঃ) বলেন:



“তার উপর তথা মৃত ব্যক্তির উপর জামাতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করা সুন্নত। যতবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে করোম করছেন এবং মুসলমানরো এর উপরে আমল করে আসছে। তবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানায়ার নামায জামাতবদ্ধভাবে পড়া হয়নি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে।”[সমাপ্ত][শারহু মুনতাহাল ইরাদাত (১/৩৫৭)]

এই কারণগুলো আলমেগণ উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু, এর মধ্যে কোন একটি কারণকেও নশ্চিতি করা আমাদের কাছে পরসিফুট নয়।

হতে পারে উল্লেখিত সবগুলো কারণের পরপ্রিক্ষতি কংবা কোন একটি কারণের পরপ্রিক্ষতি সাহাবায়ে করোম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানায়ার নামায একাকী আদায় করছেন। আবার এও হতে পারে আমরা যত কারণগুলো উল্লেখ করছি সেগুলো ছাড়া ভিন্ন কোন কারণে তারা তা করছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

ইতপূর্ববে 152888 নং প্রশ্নোত্তরে জানায়ার নামায আলাদা আলাদাভাবে পড়া জায়যে হওয়া এবং জামাতে পড়া সুন্নত; ওয়াজবি নয়, শুদ্ধতার শর্ত নয় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।